তারিখ ... 14/11/78 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 6 ...

ইত্তেফাক

020

কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী

১০ হাজার বই উধাও।। ৪০ হাজার গুদামে

। মশিউর রহমান ।

রাজধানীর কেন্দ্রস্থল শাহবাগ এলাকায় সুবিশাল ভবনে স্থানান্তরিত কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী দীর্ঘদিন যাবৎ পাঠকসাধারণকে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানে ব্যর্থ হইতেছে। লাইব্রেরী প্রশাসনে কোন্দল ও একশ্রেণীর কর্মকর্তার কথিত দুর্নীতির ফলে লাইব্রেরী গুরুতর সমস্যায় নিপতিত।

দেশের কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে মোট বইয়ের সংখ্যা মাত্র ৭৭ হাজার। এই সংখ্যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর গ্রন্থ সংখ্যার পাঁচ ভাগের একভাগ। কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে সাময়িকী আছে প্রায় ৯ হাজার। অধুনালুপ্ত বাংলাদেশ পরিষদের ঢাকা কেন্দ্রের প্রায় ৬২ হাজার বই আগামী কয়েকদিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে আসিয়া পৌঁছার কথা। ত্রিতল এই লাইব্রেরীতে পাঠকের জন্যে মাত্র ৩৬ হাজার বই শেলফে রাখা হইয়াছে। ১০ হাজার বই হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া সাম্প্রতিক এক তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। প্রায় ৪০ হাজার বই সাময়িকী লাইব্রেরীর গুদামে 'আনক্যাটালগড' অবস্থায় পড়িয়া আছে।

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

লাইব্রেরী

(১ম পৃঃ পর)

লাইব্রেরী গুদাম হইতে এইসব 'যক্ষের ধন' কবে নাগাদ পাঠকসাধারণের জন্য শেলফে আসিবে উহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতেছে না। পহেলা সেপ্টেম্বর হইতে বিলুপ্ত বাংলাদেশ পরিষদের কয়েকজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে চাকুরী পাইলেও লাইব্রেরীর সাবেক কর্মকর্তাদের সহিত এতদিনেও সুসম্পর্ক গড়িয়া না উঠায় এখন বসিতে গেলে সেখানে দ্বৈতশাসন চলিতেছে। লাইব্রেরী-ইন-চার্জ জনাব আবদুল আউয়ালকে বাংলাদেশ পরিষদের বই ও অন্যান্য সম্পদ বুঝিয়া নিয়া পরিষদ হইতে পাবলিক লাইব্রেরীর উপ-পরিচালক পদে যোগদানকারী সৈয়দ আজিজুর রহমানের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করিতে একমাস আগে নির্দেশ দেওয়া হইলেও বই ও দায়িত্ব হস্তান্তরের কাজটি এখনও সম্পন্ন হয় নাই।

কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে সংঘটিত বিভিন্ন দুর্নীতি ও অব্যবস্থার অভিযোগ তলাইয়া দেখার জন্য এ বছরের ২৭শে জুলাই একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ৪ সদস্যবিশিষ্ট এই তদন্ত কমিটির প্রধান ছিলেন লাইব্রেরী ও আর্কাইভগুলির পরিচালক ডঃ কে, এম করিম। তদন্ত রিপোর্টে এই পাবলিক লাইব্রেরীতে ২৫ হাজার বই 'আনক্যাটালগড' রহিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হয়। বইক্রয়ের হিসাবে অনুমোদিত মূল্য অপেক্ষা বেশী মূল্য দেখানো হয় বলিয়া ঐ রিপোর্টে বলা হয়। রিপোর্টে কোন টেণ্ডার আহ্বান ছাড়াই গত কয়েক বছর লাইব্রেরীর জন্য বই কেনা হয় বলিয়া উল্লেখ ছিল।

১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর হইতে এই দীর্ঘ সময়ে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী ও বর্তমানে বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে কোন লাইব্রেরীয়ান ছিল না। ভারপ্রাপ্ত বা খণ্ডকালীন লাইব্রেরীয়ান দিয়াই দায়সারা গোছের করিয়া ইহার পরিচালনার কাজ চালানো হয়। মূল পরিকল্পনায় ৯ জন কর্মকর্তা ও ১০৪ জন কর্মচারী নিয়োগের উল্লেখ থাকিলেও এ বছর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪ ও ৫২ জনে।

সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ পরিষদ হইতে একজন উপ-পরিচালক ও তিনজন সহকারী পরিচালক কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে যোগদান করেন।

বাংলাদেশ পরিষদের ২ শত ৫২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে আত্মীকৃত হন ৩৫ জন। আরও ১শত ৫৯ জনকে অচিরে জেলা ও মহকুমা পাবলিক লাইব্রেরীতে আত্মীকরণ করা হইবে বলিয়া একটি বিশ্বস্ত সূত্র জানায়।